যায়যায়দিন

0 3 APR 2007

আরো সংহতি আরো ঐক্য

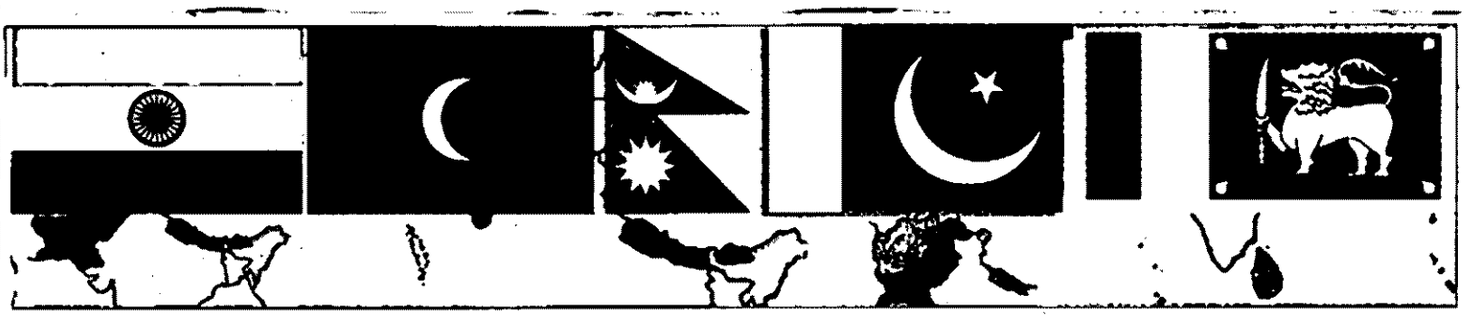

উ দিল্লির বিজ্ঞান ভবন
াজ শুরু হয়েছে চতুর্দশ
বারের সম্মেলনের থিম
Connectivity) বা
অর্থাৎ সাউথ এশিয়ার
তি জোরদার করাই এ
। প্রথমবারের মতো এ
সার্কের নবীনতম সদস্য
র প্রতি আগ্রহ প্রকাশ
তাই বলতে দ্বিধা নেই,
নভাবে পরিচিত হচ্ছে
। আরো জানাচ্ছেন :
াদুল ইসলাম

করছে না ইনডিয়া। দুপক্ষই বুঝতে পারছে, তারা উভয়ই আসলে সন্ত্রাসবাদের শিকার। ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া এর প্রতিকার সম্ভব নয়। আবার বাংলাদেশের সঙ্গে ইনডিয়ার সম্পর্কেও ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। সম্প্রতি ইনডিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির ঢাকা সফরের মাধ্যমে দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে এ বছরের মাঝামাঝিতে বাংলাদেশ এবং ইনডিয়ার মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু হতে পারে বলে জানা গেছে। প্রণব মুখার্জি ঘোষণা দিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে ২০ লাখ তৈরি পোশাক আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে ইনডিয়া।

এসব শুভ লক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবারের শীর্ষ সম্মেলন যার থিম হলো, কানেকটিভিটি বা যোগাযোগ স্থাপন। এ ক্ষেত্রে সদস্য দেশগুলোর জনগণের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ওপর জোর দিচ্ছে বাংলাদেশ। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী জানান, দক্ষিণ এশিয়ার ১৪০ কোটি মানুষের সংগঠন সার্ককে জনগণের সার্কে রূপ দিতে একটি ইয়ুথ ক্যাম্প (Youth Camp) গঠনের প্রস্তাব দেবে বাংলাদেশ। ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার লোকদের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের বিনিময়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি নেয়ার প্রচেষ্টা চলছে। এছাড়াও নারীর ক্ষমতায়ন, বার্ড ফ্লু এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সম্মেলনে আলোচনায় আগ্রহী বাংলাদেশ।

অন্যদিকে ইনডিয়ার আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে সন্ত্রাসবাদ ও ট্রানজিট। সন্ত্রাসবাদ ইস্যুটিকে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর আঞ্চলিক যোগাযোগ ও সংহতি এবং মুক্ত বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেখছে ইনডিয়া। সম্প্রতি শ্রী লংকার একটা বিমান ঘাটিতে এলটিটিই গেরিলাদের নাটকীয় হামলার কারণে সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ ইস্যুটিকে সামনে নিয়ে আসতে চাইছে শ্রী লংকাও। এ ব্যাপারে তারা ১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত সন্ত্রাসবাদ দমন বিষয়ক একটা সার্ক কনভেনশনেরও পুনর্নিরীক্ষা করতে চাইছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট রাজাপাকশে সন্ত্রাস দমনে সার্কের সহযোগিতা চাইবেন। আর ইনডিয়ার দাবি, সন্ত্রাস দমনে বৃহত্তর আঞ্চলিক প্রয়াস।

এছাড়াও ইনডিয়া মাল্টি-মোডাল ট্রান্সপোর্ট স্টাডির ব্যাপারে সম্মেলনে প্রস্তাব দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। রেল, সড়ক এবং বিমান যোগাযোগ বৃদ্ধিই এর লক্ষ্য। এর আওতায় বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট সুবিধা পেতে চাইছে তারা। আবার নতুন সদস্য আফগানিস্তানের কাছ থেকেও মধ্য এশিয়ায় যাওয়ার ট্রানজিট পাওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালাবে ইনডিয়া। ইনডিয়া মনে করে সাফটাকে (South Asian Free Trade Area) কার্যকর করার জন্যই এসব সুবিধা প্রয়োজন। গত বছরের জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে সাফটা কার্যকর হলেও এর বাস্তবায়ন চলছে মন্থরগতিতে। বাণিজ্যে বাধা দূরীকরণে শুল্ক পদ্ধতি আরো সহজ করার কথা বলছে ইনডিয়া যা সার্কের অন্য সদস্যদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক।

এসব ছাড়াও সাউথ এশিয়ার জন্য আরো সুখবর হলো, একটি সাউথ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি স্থাপনের পরিকাঠামো নিয়ে এবারের সম্মেলনে আলোচনা করবেন সার্ক নেতারা। ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হবে। এ অঞ্চলের উচ্চশিক্ষায় এটি বিরাট অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। মূলত ইনডিয়াভিত্তিক এ ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম সার্কের অন্যান্য দেশেও পরিচালিত হবে। এ ছাড়াও সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আছে, সার্ক ডেভেলপমেন্ট ফান্ড,

রিজিওনাল টেলিমেডিসিন নেটওয়ার্ক এবং রিজিওনাল ফুড ব্যাংক গঠন। এসব প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য গৃহীত পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয়া হবে।

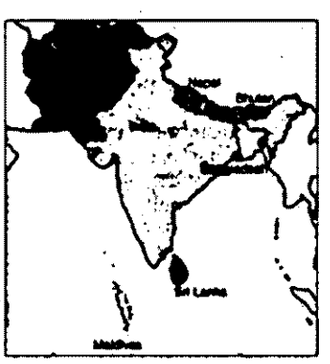

ঢাকায় সবশেষ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে পরবর্তী দশককে Decade of Implementation বা বাস্তবায়নের দশক বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এবারের সম্মেলনে তাই কথার চেয়ে কাজকে প্রাধান্য দেয়ার প্রতি সবার আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিঃসন্দেহে এটি সার্ককে একটি কার্যকর সংগঠনে পরিণত করতে ভূমিকা রাখবে। আঞ্চলিক সংহতিকে জোরদার করে সামনে এগিয়ে যাবে সার্ক - এটাই দক্ষিণ এশিয়ানদের আশা।

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

প্রথম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	৭-৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫	ঢাকা
দ্বিতীয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	১৬-১৭ নভেম্বর ১৯৮৬	ব্যাঙ্গালোর
তৃতীয় সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	২-৪ নভেম্বর ১৯৮৭	কাঠমাণ্ডু
চতুর্থ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	২৯-৩১ ডিসেম্বর ১৯৮৮	ইসলামাবাদ
পঞ্চম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	২১-২৩ নভেম্বর ১৯৯০	মালে
ষষ্ঠ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	২১ ডিসেম্বর ১৯৯১	কলম্বো
সপ্তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	১০-১১ এপ্রিল ১৯৯৩	ঢাকা
অষ্টম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	২-৪ মে ১৯৯৫	নিউ দিল্লি
নবম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	১২-১৪ মে ১৯৯৭	মালে
দশম সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	২৯-৩১ জুলাই ১৯৯৮	কলম্বো
একাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	৪-৬ জানুয়ারি ২০০২	কাঠমাণ্ডু
দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	২-৬ জানুয়ারি ২০০৪	ইসলামাবাদ
ত্রয়োদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	১২-১৩ নভেম্বর ২০০৫	ঢাকা
চতুর্দশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলন	৩-৪ এপ্রিল ২০০৭	নিউ দিল্লি